দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 15 MAY 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সিলেট শিক্ষাবোর্ড

# এইচএসসি পরীক্ষা ভিন্ন প্রশ্নপত্রে নেয়ায় ক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থীদের আন্দোলন আল্টিমেটাম

সিলেট অফিস : সিলেট শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেয়ার প্রতিবাদে মিছিল সমাবেশ কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় ব্যবসায় শিক্ষা শাখার ছাত্র-ছাত্রীরা মূলত এই কর্মসূচি নিয়ে রাজপথ সরব করে তুলেছে। তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন বিভিন্ন কলেজের শিক্ষক ও অভিভাবকেরা। গতকাল সোমবার নগরীতে মিছিল সমাবেশ করেছে তারা। নগরীর প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণকালে ভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষকে দায়ী করে বিক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থীরা।

উল্লেখ্য, শুক্রবার অনুষ্ঠিত এইচএসসি'র হিসাব বিজ্ঞান ২য় পত্রের পরীক্ষা ভিন্ন প্রশ্নপত্রে গ্রহণের অভিযোগ তুলে এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা। তারা পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে আন্দোলন নামে। এ লক্ষ্যে মিছিল ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করছে। গত রোববার দুপুরে নগরীর টিলাগড় এলাকায় সিলেট সরকারী কলেজ, মদনমোহন কলেজ, কমার্স কলেজ ও স্কলার্সহোম'র শতাধিক শিক্ষার্থী সড়ক অবরোধের চেষ্টাকালে পুলিশ বাধা দেয়। পরে তারা মিছিল করে সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে অবস্থান কর্মসূচী পালন করে। এদিকে, গত শনিবার একই ইস্যুতে মহিলা কলেজের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে শিক্ষার্থীরা। এই মানববন্ধনে মদনমোহন কলেজ, কমার্স কলেজ, সরকারি কলেজ, স্কলার্স হোম'র ছাত্র-ছাত্রীরা ছাড়াও বিভিন্ন কলেজের শিক্ষক ও অভিভাবকরা এ কর্মসূচিতে একাত্মতা ঘোষণা করেন। বঞ্চিত পরীক্ষার্থীদের দাবী, হিসাববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা হয় বাতিল করতে হবে। অন্যথায় সবাইকে ৮০ ভাগ নম্বর দিতে হবে। দাবি আদায় না হলে তারা কঠোর আন্দোলনে যাবেন বলেও তারা জানান। উল্লেখ্য, সিলেট শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ১১ মে হিসাববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা ভিন্ন প্রশ্নে নেয়া হলে 'খ' সেটের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীরা বিপাকে পড়েন। এ ঘটনায় গতকাল সিলেট শিক্ষাবোর্ডের কলেজ পরিদর্শক গোলাম কিবরিয়াকে আহ্বায়ক করে ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন স্কুল পরিদর্শক আব্দুল মান্নান, উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোস্তফা কামাল। কমিটিকে ৩ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর মো. মনির উদ্দিন বলেন, তদন্ত প্রতিবেদন হাতে পাওয়ার পর ব্যবস্থা নেয়া হবে। তবে পরীক্ষার্থীরা কোন ক্ষতির সম্মুখীন হবে না বলে তিনি জানান। এ ব্যাপারে সিলেট শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তোফাজ্জল হোসেন বলেন, ভুলক্রমে ভিন্ন প্রশ্নপত্রে হিসাববিজ্ঞান পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে এ ঘটনায় পরীক্ষার্থীদের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা নেই। ঘটনাটি বোর্ড কর্তৃপক্ষ খতিয়ে দেখছে।